**জনতা ব্যাংক লিমিটেড**
**প্রধান কার্যালয়**
**ঢাকা।**
website:www.janatabank-bd.com

রিকভারী ডিপার্টমেন্ট-১
ফোনঃ ৯৫৬৫২৭২

নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নং- ৮১৪/১৮

তারিখঃ ১৬.০৫.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ / ০২ জৈষ্ঠ্য, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

সকল মহাব্যবস্থাপক/ উপ-মহাব্যবস্থাপক
একান্ত সচিব, সিইও এন্ড এমডি এবং সকল উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সকল সহকারী মহাব্যবস্থাপক এবং ব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়ের সকল ডিভিশন ও ডিপার্টমেন্ট/বিভাগীয় কার্যালয়/
লোকাল অফিস/জনতা ভবন
কর্পোঃ শাখা/এরিয়া অফিস/সকল শাখা
এবং সকল সাবসিডিয়ারী কোম্পানী।

**বিষয়ঃ ২০ মে/২০১৮ হতে ১৯ জুন/২০১৮ পর্যন্ত খেলাপী ঋণ আদায় মাসে''বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচী''পরিপালন প্রসংগে।**

প্রিয় মহোদয়,

১.০০ ২০১৮ সনে ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণের হার সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রমের সমন্বয়ে প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)-২০১৮ নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নং ৮০২/১৮ তারিখ ১৪.০২.২০১৮ এর মাধ্যমে সকলকে অবহিত করা হয়েছে। উক্ত কর্ম-পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে চলতি বছরে শ্রেণীকৃত ঋণ কমিয়ে আনতে হবে। মার্চ/২০১৮ ত্রৈমাসিকের সিএল বিবরনী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৭ সালের ডিসেম্বরের শ্রেণীকৃত ঋণ ৭৫৬৫.০১ কোটি টাকা(ওভারসীজ ব্যতীত), হার ১৮%, যা মার্চ/১৮ কোয়ার্টারে শ্রেণীকৃত ঋণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯৭০২.৪১ কোটি টাকা (ওভারসীজ ব্যতীত), হার ২০%। ইহা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। শ্রেনীকৃত ঋণের এই ক্রমাগত বৃদ্ধি ব্যাংকের সাফল্যের ধারাকে বাধাগ্রস্ত করে তুলছে যা কাম্য নয়।

এপ্রিল/২০১৮ পর্যন্ত নগদ আদায়ের আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের হার ৪৭.০২%, যা আশাব্যঞ্জক নয়। প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের সকল নির্বাহী/কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সম্মিলিতভাবে আদায় কার্যক্রমে অংশগ্রহন করে ডিসেম্বর/ ২০১৮ এর মধ্যে নগদ আদায়ের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা এবং মাসিক আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রাও অর্জন করতে হবে। উল্লেখ্য, কোন শাখা ব্যবস্থাপক নগদ আদায়ে আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে ব্যর্থ হলে সেক্ষেত্রে তাকে ব্যক্তিগতভাবে কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

১.০১ **শ্রেণীকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণ হতে নগদ আদায়ের আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মাঠ পর্যায়ের অর্জনের পারফরমেন্স মোটেও সন্তোষজনক নয় এবং এ অবস্থা হতে উত্তরণ ঘটাতে না পারলে নিম্নরূপ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারেঃ-**

শ্রেণীকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণ হতে নগদ আদায়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে না পারলে ব্যাংকের মুনাফা ব্যাপক হ্রাস পাবে।

ব্যাংকের মুনাফা কম হলে শ্রেণীকৃত ঋণের বিপরীতে রক্ষিত প্রভিশনে ঘাটতি দেখা দিবে। ফলে মূলধন ঘাটতি হবে।

ঋণ প্রবাহের স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হবে। MOU এর সীমাবদ্ধতার কারণে বিনিয়োগে স্থবিরতা দেখা দেবে।

ব্যাংকের ব্যবসা সম্প্রসারনের জন্য পর্যাপ্ত তারল্যে প্রয়োজন রয়েছে। এক্ষেত্রে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় করতে না পারলে গ্রাহকের চাহিদা মেটাতে ব্যাংক আর্থিক সংকটে পড়তে পারে।

অবলোপনকৃত ঋণ আদায় হলে তা ব্যাংকের প্রভিশন এবং মুনাফা উভয়কে উজ্জীবিত করবে। ব্যাংকের ব্যবসা সম্প্রসারন করা সম্ভব হবে।

১.০২ প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৮ সালেও নগদ আদায়কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বছরের শুরুতে প্রধান কার্যালয় হতে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সকল নির্বাহী/কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে গত বছরের তুলনায় চলতি বছরে নগদ আদায় বৃদ্ধি করার কার্যক্রম জোরালোভাবে পরিচালনা করতে হবে।

যে সকল কার্যালয়/শাখায় এসএমএ (SMA) ভুক্ত ঋণ রয়েছে, তা জুন/২০১৮ এর মধ্যে নিয়মিত করতে হবে। কোন অবস্থাতেই এসএমএ ভুক্ত ঋণ শ্রেণীকৃত ঋণে পরিনত করা যাবে না এবং নতুনভাবে শ্রেণীকৃত ঋণ দ্রুততার সঙ্গে নিয়মিত করতে হবে।

এমতাবস্থায়, ব্যাংকের খেলাপী ঋণসহ সকল প্রকার ঋণ হতে নগদ আদায়সহ অন্যান্য মাধ্যমে শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে "২০ মে হতে ১৯ জুন/২০১৮ পর্যন্ত সময়কে আদায় মাস" হিসাবে ঘোষনা করা হল। উক্ত মাসে বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচী পরিপালন করা হবে।

২.০ "বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচী" পরিপালন উপলক্ষ্যে সকল বিভাগীয় কার্যালয়/এরিয়া অফিস/লোকাল অফিস/জনতা ভবন কর্পোঃ শাখা/সকল কর্পোরেট শাখাসহ অন্যান্য শাখাসমূহকে অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেয়া হলঃ

ক্রমশঃ পাতা-২

**বিষয়: ২০ মে/২০১৮ হতে ১৯ জুন/২০১৮ পর্যন্ত খেলাপী ঋণ আদায় মাসে"বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচী"পরিপালন প্রসংগে।**

২.১ **ব্যানার স্থাপন:** ২০ মে হতে ১৯ জুন/২০১৮ পর্যন্ত সময়কালীন মাসব্যাপী "বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচী" পরিপালন উপলক্ষ্যে সকল শাখা ও কার্যালয়ে খেলাপী/শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় সংক্রান্ত ব্যানার শাখার সামনে সকলের দৃষ্টিগোচর হয় এমন জায়গায় লাগাতে হবে যার নমুনা নিম্নরূপ:

**(জনতা ব্যাংক লিমিটেডের মনোগ্রাম) জনতা ব্যাংক লিমিটেড**

**.....শাখা/কার্যালয়**

**২০/০৫/১৮ হতে ১৯/০৬/১৮ পর্যন্ত খেলাপী ঋণ আদায় মাসে**

**"বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচী" পরিপালন করা হচ্ছে।**

**"শহীদের সব গুনাহ্-ই মাফ করে দেয়া হবে, মাফ হবে না শুধু তার ঋণ।"**

-মুসলিম শরিফ

**আসুন, আদায় মাসে খেলাপী ঋণ পরিশোধ করে ভবিষ্যত বংশধরকে ঋণ মুক্ত করি।**

উল্লেখিত ব্যানারটি আবশ্যিকভাবে ডিজিটাল হবে, যার মূল্য ১,০০০/-টাকার মধ্যে হতে হবে। এতদ্সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ স্থানীয়ভাবে পরিশোধ করতে হবে।

২.২ **ঋণ আদায়ের জন্য মাইকিং করাঃ**

২০ মে হতে ১৯ জুন/২০১৮ পর্যন্ত সময়কালীন খেলাপী ঋণ পরিশোধের জন্য পাড়া, মহল্লা ও বাজারসহ শাখা সংশ্লিষ্ট সকল জায়গায় মাইকিং এর ব্যবস্থা করতে হবে ।

২.৩ **আদায়ের জন্য সাময়িকভাবে জনবল পদস্থাপন:**

"বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচী" পরিপালন কালে বিশেষ ব্যবস্থায় বিভাগীয় কার্যালয়/এরিয়া অফিসসমূহ হতে যোগ্য নির্বাহী/কর্মকর্তাকে অধিক শ্রেণীকৃত ঋণ সম্পৃক্ত শাখায় সাময়িকভাবে পদস্থাপণপূর্বক শাখার সাথে যৌথভাবে শ্রেণীবিন্যাসিত ও অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপকগণ ব্যবস্থা করবেন।

২.৪ **ঋণ আদায় মেলা আয়োজন:**

খেলাপী ঋণ আদায়ের জন্য ২০ মে হতে ১৯ জুন/২০১৮ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে একাধিকবার খেলাপী ঋণ আদায় মেলা আয়োজন করতে হবে। ঋণ মেলা অবশ্যই জনবহুল এবং ব্যবসায়িক দিক থেকে গুরুত্বপুর্ণ স্থানে হতে হবে। শাখাসমূহ কর্তৃক ঋণ আদায় মেলা আয়োজনের ক্ষেত্রে স্থান, সময় ও আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়ের মতামত/ অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। খেলাপী ঋণ আদায় মেলায় শাখা/কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী/কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে। ঋণ আদায় মেলায় অংশগ্রহণের জন্য ব্যাংকের সম্মানিত পরিচালনা পর্ষদের ডিরেক্টর মহোদয়গণকে আমন্ত্রণ করা যাবে। ডিএমডি(এসএএমডি), জিএম (এসএএমডি), রিকভারী ডিপার্টমেন্ট-১,২,৩ এর ডিজিএমগণ এবং এমডি'স রিকভারী সেল, প্রধান কার্যালয় এর ডিজিএম/এজিএমগণকে পর্যায়ক্রমে ঋণ মেলাসমূহে অংশগ্রহনের জন্য আমন্ত্রণ করা যাবে।

আদায় মাসে **"বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচী"** পরিপালন কালে জিএম, বিভাগীয় কার্যালয় তাঁর নিয়ন্ত্রনাধীন শাখায় সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পরিদর্শনপূর্বক আদায় কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন, যা ডিএমডি (এসএএমডি)কে অবহিত করবেন।

বিভাগীয় অফিস/এরিয়া/কর্পোরেট শাখা ও শাখা প্রধানগণকে ন্যূনতম নিম্নোক্ত সংখ্যক ঋণ আদায় মেলার আয়োজন ও অংশ গ্রহণ করতে হবেঃ-

| কার্যালয়/শাখা | কতটি ঋণ আদায় মেলায় অংশ গ্রহণ করতে হবে |
|---|---|
| বিভাগীয় কার্যালয় | ন্যূনতম ৪(চার)টি ঋণ আদায় মেলা |
| এরিয়া অফিস | ন্যূনতম ৮(আট) টি ঋণ আদায় মেলা |
| লোকাল অফিস ও জনতা ভবন কর্পোঃ শাখা | ন্যূনতম ৪(চার) টি ঋণ আদায় মেলা |
| কর্পোরেট শাখা(গ্রেড-১/২) | ন্যূনতম ৩(তিন) টি ঋণ আদায় মেলা |
| অন্যান্য শাখা | ন্যূনতম ২(দুই)টি ঋণ আদায় মেলা |

২.৫ **রিকভারী টিম প্রেরণ:**

বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচী পরিপালন মাসে প্রধান কার্যালয়/বিভাগীয়/এরিয়া অফিস থেকে খেলাপী ঋণ আদায় কার্যক্রমে সরাসরি অংশ গ্রহণ এবং মনিটরিং কাজের জন্য নির্বাহী এবং কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে রিকভারি টিম গঠন পূর্বক শাখা পর্যায়ে প্রেরণ করতে হবে। এ ব্যাপারে বিভাগীয় কার্যালয়/এরিয়া অফিস প্রধান কার্যালয়ের রিকভারী ডিপার্টমেন্ট-১ এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবে। প্রতিটি টিম "বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচী" পরিপালনকল্পে ন্যূনতম ২টি ঋণ আদায় মেলার আদায় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন।

২.৬ **লাল কালিতে লিখিত পত্র প্রেরণ:**

খেলাপী ঋণ আদায়ের জন্য ইতোপূর্বে প্রচলনকৃত পোষ্ট কার্ডে লাল কালিতে লিখিত পত্র প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে। এছাড়াও প্রয়োজনে ইউএনও/ওসি কর্তৃক স্বাক্ষরিত বিশেষ নোটিশ ঋণ গ্রহীতা বরাবর প্রেরন করা যাবে।

ক্রমশঃ পাতা-৩

**বিষয়ঃ ২০ মে/২০১৮ হতে ১৯ জুন/২০১৮ পর্যন্ত খেলাপী ঋণ আদায় মাসে''বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচী''পরিপালন প্রসংগে।**

২.৭ **সেমিনার/সভা আয়োজন:**
শীর্ষ খেলাপী ঋণগ্রহীতাদের নিকট থেকে ঋণ আদায়ের নিমিত্তে এরিয়া ও কর্পোরেট শাখায় নির্বাহী/কর্মকর্তা/কর্মচারী, এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি, স্বনামধন্য গ্রাহক এবং ঋণ খেলাপীদের সমন্বয়ে সেমিনার/সমাবেশ/আলোচনা সভার আয়োজন করতে হবে এবং নগদ আদায়সহ সুদমওকুফ/পুনঃতফসিল এর মাধ্যমে শ্রেণীকৃত/খেলাপী ঋণ নিয়মিত করার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৩.০ **অন্যান্য কার্যক্রম:**
উপরে ২.১-২.৭ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা ছাড়াও, শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় বৃদ্ধিকল্পে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করতে হবে;

৩.১ আলোচ্য সময়ে স্ব স্ব কার্যালয়/শাখার শীর্ষ খেলাপী ঋণ গ্রহীতাসহ সকল খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের সাথে সাক্ষাত করে নগদ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। এ লক্ষ্যে, শাখা/এরিয়ার সকল নির্বাহী/কর্মকর্তা/কর্মচারী সম্মিলিতভাবে নগদ আদায়ে বিশেষ প্রোগ্রাম গ্রহন করতে হবে। বিশেষ প্রোগ্রামের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত রিকভারী অফিসারগণ প্রতিদিন ঋণ গ্রহীতার সাথে সাক্ষাতের অগ্রগতি শাখা ব্যবস্থাপককে অবহিত করে দিক নির্দেশনা গ্রহন করবেন। প্রয়োজনে এরিয়া প্রধানগণ শাখা ব্যবস্থাপককে এ ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদান করে নগদ আদায় কার্যক্রমকে আরো বেগবান ও ত্বরান্বিত করবেন।

৩.২ শ্রেণীকৃত ঋণকে নিয়মিত ঋণে পরিণত করতে হলে ঋণ পুনঃতফসিল করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে আলোচ্য সময়ে পুনঃতফসিল নীতিমালার আওতায় প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট গ্রহন করে দ্রুত অধিক সংখ্যক পুনঃতফসিলকরণের প্রস্তাব জরুরীভাবে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩.৩ সুদমওকুফ নীতিমালার আওতায় সুদমওকুফযোগ্য অধিক সংখ্যক সুদমওকুফ প্রস্তাব প্রেরনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩.৪ চলতি বছরেও মামলা নিষ্পত্তি করে ঋণ আদায়ের বিশেষ পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে, যা অব্যাহত থাকবে। এ লক্ষ্যে বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচী পরিপালন মাসে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের নিয়ে ন্যূনতম ২টি আলোচনা সভার আয়োজন করে অধিক সংখ্যক মামলা/রিট নিষ্পত্তি করতে হবে।

৪.০ ২০ মে হতে ১৯ জুন/২০১৮ পর্যন্ত মাস ব্যাপী ''বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচী''র সফল বাস্তবায়ন ও পরিপালন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ফলোআপ/মনিটর করার জন্য নিয়ন্ত্রণকারী সকল বিভাগীয়, এরিয়া ও শাখা প্রধানগণকে অনুরোধ করা হল।

মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সকল স্তরের নির্বাহী/কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে বর্ণিত কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে নগদ আদায়সহ ব্যাংকের খেলাপী/শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় ও হ্রাস করে জুন/১৮ পর্যন্ত আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।

আপনার বিশ্বস্ত,

(মোঃ কামরুজ্জামান খান)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

২৯/০৫/১৮
(মোঃ জসীম উদ্দিন)
মহাব্যবস্থাপক (এসএএমডি)